আমি আসলেই একটা গাধা

সকাল ১১ টা ২৩। শুক্রু বার। আরও একটু ঘুমানো দোষের কিছু না। তাকি আরও একটু ঘুমাতেই পারত। ইচ্ছা করলো না কেন যেন। পাশ ফিরে দেখল শামীম এতোমধ্যে ঘুম থেকে উঠে গেছে । শামীম, তাকির রুমমেট।শুক্ক্রুবারে শামীমের কিছু শখের কাজ আছে। থ্রিলার পড়া। অন্য সময় ও স্বাভাবিক ভাবেই চেয়ারে বসে। কিন্তু এই বিশেষ বই পড়ার সময় বসার ধরন পালটে যায়। চেয়ারের ওপর দুপা তুলে হাঁটু মুড়ে বসে একমনে পড়ে। তাকি আর থাকল না বিছানায়। কেন যেন মনে হচ্ছে অন্তত এখন না উঠলে নিজেকে সারাজীবন অলস বলতে হবে। যাই হোক শামীমের সাম্এন বইটা নতুন মনে হল তাকির কাছে।

* আজ আবার কোনটা ধরলি?
* ফিনিক্স। জাহিদ হাসানের।
* কখন উঠছিস?
* পাঁচটা নয় মিনিট আটাশ সেকেন্ড।
* পারিসও তুই, শালা...

এই আড়াই বছরে শামীমকে চেনা হয়ে গেছে তাকির। আজকে মনে হচ্ছে এইটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত থ্রিলারটা ছাড়বে না ও।

* আর কত পেজ আছে রে? চল খাইতে যাব।
* দাড়া। আর দশ পেজ।
* যাক। আজ তাইলে নামাজ ধরতে পারবি।
* আমি নাহিদকে ডাকছি। তুই রেডি হয়ে নে। বুখারিতে আজ সুপ খাব। অনেকদিন হল বুখারিতে যাওয়া হয় না।
* এই সুপ জিনিসটা আমার পছন্দের না।
* তোঁ। তোকে কে খাইতে বলতেছে। তুই পায়া খাস।

ও হ্যাঁ। নাহিদ পাসের রুমেই থাকে। ওই রুমে থাকে নাহিদ, সাদিক, হামিদ আর মানিক। সবাই একই ব্যাচের। নাহিদ আর সাদিক মেডিকেল এ পড়ে, হামিদ পড়ে ইতিহাসে আর মানিক পড়ে ইংরেজিতে। তাকি সব থেকে বেশি পছন্দ করে তাকিকে। কারণ চার জনের মধ্যে সবার আগে নাহিদের সাথেই ওর পরিচয়। আর ওদের সাথে পরিচয় নাহিদের মাধ্যমে। বাকি থাকল যে শামীম, এর কথা আর কি বলার। সেই কেজি স্কুল থেকে তাকি আর শামীম একসাথে। ভাগ্যও কেমন! ইউনিভার্সিটিও দিন শেষে একই।

রুম থেকে বের হয়ে পাশের রুমে তাকি গেল ওদের ডাকতে।

বেশিক্ষণ হবে না। ৬-৭ মিনিট। একরকম ছুটে এসে

* শামীম। এই শামীম… এই শালা। কতক্ষণ ধরে ডাকছি!
* কি হইছে?
* আরে ওদেরকে ২০ মিনিট ধরে ডাকছি। কোন সারা দিচ্ছে না।
* আচ্ছা।
* আচ্ছা মানে কি? আমি সত্যি বলতেসি রে ভাই।
* তুই গেছিস মাত্র ৬ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড। (ঘড়ি দেখে)।
* যাই হোক। আয় একটু। দেখা লাগবে।
* চল।

এতক্ষণ তাকির ডাকাডাকি শুনে মেসের অন্য রুমের লোকজনও চলে এসেছে। কে যেন মইয়ানাজারকেও ডেকে এনেছে। আর দেরি না করে সবাই ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলল। শেষ পর্যন্ত দরজার ছিটকিনিটা ভাংল বলে ম্যানেজার একটু হলেও মনটা খারাপ করলো। কিন্তু অবাক করা বিষয় হল সবাই কেমন যেন ঘুমাচ্ছে। অনেক ডাকাডাকি করে সাদিক উঠল। বাকি নাহিদ আর হামিদ উঠল চখে পানির ছিটা দেবার পর। কিন্তু এ কেমন ঘুম মানিকের। এর তোঁ মনে হয় ঘুম ভাঙ্গার কোন নামই নেই। হথাত শামীম এগিয়ে গিয়ে মানিকের কব্জি টা কিছুক্ষণ ধরে থেকে বলল, আর নেই।

দুই ঘণ্টা পর পুলিশ আসলো। সব ফর্মালিটি সেরে মানিকের লাশ নিয়ে গেল ময়নাতদন্তের জন্যে। শামীম কি যেন পুলিশের সাথে বলছিল, আর কি যেন একটা দিল। হাতে একটা ডায়রি। কই পেল? এইসব দেখে অনেক প্রশ্ন তাকির মনে। রুমে আসতেই

* পুলিশের সাথে কি করলি?
* কই?
* মানিককে যখন নিয়ে যাচ্ছিল। আর ওই ডায়েরিটা কার?
* মানিকের।
* তুই কই পাইলি?
* ওর টেবিলে।
* পুলিশকে কি দিলি।
* কলুু
* মানে?
* রাত হোক। বাকি তিন বাঁদর কি করে?
* মানে?
* মানিকের বাকি বন্ধুরা।
* রেস্ট নিচ্ছে।
* আচ্ছা। একটা জিনিস খেয়াল করছিস? চার জনের নামেই তিন অক্ষর। প্রথম বর্ণে আ –কার, আর দ্বিতীয় বর্ণে ই-কার।
* ও হ্যাঁ।
* কিন্তু কথা হল ঘুমের ঔষধ কেন?
* মানে?
* সবাই ঘুমের ঔষধ খাইছে। আমি ওদের ময়লার ঘুরি থেকে এক পাতা ঘুমের ঔষধ দেখছিলাম। ৮টা খাওয়া হইছে। ২ টা বাকি ছিল। যাই হোক রাতেই সব ক্লেয়ার হবে।
* কি যে বলিস, কিছুই বুঝিনা।